# শিক্ষা আইন ২০১৩ (খসড়া)

# আমাদের প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট
ব্যক্তিবর্গের সুপারিশমালা

# শিক্ষা আইন ২০১৩ (খসড়া)

# আমাদের প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট
ব্যক্তিবর্গের সুপারিশমালা


প্রতিবেদন সংকলনে:
মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা  অমল বিকাশ ত্রিপুরা
জয় প্রকাশ ত্রিপুরা



কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
জনলাল চাকমা  ললিত সি. চাকমা
অরুণ কান্তি চাকমা  চাইসিং মং
হ্লাসিং ন্যু  রিপন চাকমা
শেফালীকা ত্রিপুরা
লালসা চাকমা  দীপোজ্জ্বল খীসা


আগস্ট ২০১৩

প্রকাশনায়:

মালেইয়া ফাউন্ডেশন

সহযোগি সংস্থাসমূহ:

Zabarang Kalyan Samity

CIPD

SAS

kabidang
for the development of indigenous people

ALD

KMKS
tireless journey towards women empowerment

TUS

GRAUS
GRAM UNNAYON SANGATHON

BNKS
"Organization for women & Children Development"

# শিক্ষা আইন ২০১৩

## পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রস্তাবনা

গত ৫ আগস্ট ২০১৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন সেল (শিক্ষা আইন) কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে প্রণীত খসড়া শিক্ষা আইন ২০১৩-কে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য শিক্ষাবিদ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের এবং দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে আহবান জানিয়ে (সূত্রঃ শিম/আইন সেল (শিক্ষা আইন)-১৬/২০০১ (অংশ)/৫৫৭ তাং- ০৫ আগস্ট ২০১৩ খ্রিঃ/ www.moedu.gov.bd) ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এই আহবানের আলোকে গত ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট যথাক্রমে বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পৃথক পৃথকভাবে এই অঞ্চলের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, লেখক, আইনজীবি, বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। পরামর্শ সভাগুলো যৌথভাবে আয়োজন করে মালেইয়া ফাউন্ডেশন, সিআইপিডি, সাস, জাবারাং, বিএনকেএস, গ্রাউস, তৃণমূল, আলো, কেএমকেএস ও কাবিদাং।

উক্ত পরামর্শ সভাসমূহ হতে প্রাপ্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবনাসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও এই আইন প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে উপস্থাপন করা হল। মতামতগুলো ছকের মাধ্যমে খসড়া আইনের ধারা নং, খসড়া আইনে বিদ্যমান ধাবা ও উপধারার বিবরণ, প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি এবং এই প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে ইতিবাচকভাবে আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনা করে কৃতার্থ করবেন।

| ধারা | খসড়া আইন | প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| ২. সংজ্ঞা: | | | |
| ২(ভ) | 'বিশেষ চাহিদামূলক শিক্ষা' বলিতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী ও অটিস্টিক শিশুর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন দক্ষতাকে সুসংহত করিবার লক্ষ্যে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাইবে। | 'বিশেষ চাহিদামূলক শিক্ষা' বলিতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী ও অটিস্টিক শিশুর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন দক্ষতাকে সুসংহত করিবার লক্ষ্যে অথবা **একই সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে** পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাইবে। | দেশের অনগ্রসর শিশুদের মধ্যে আদিবাসী শিশুরা অন্যতম। তাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে আদিবাসী শিশুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি বিবেচনা করে আমরা এই সংযোজনী প্রস্তাবনা করছি। |
| ২ (র) | 'সরকার' বলিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে; | 'সরকার' বলিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে** বুঝাইবে; | পার্বত্য জেলাসমূহের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলী পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের এক্তিয়ারভুক্ত বিধায় পার্বত্য তিন জেলার ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে উল্লিখিত সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে [প্রথম তফসিল, পরিষদের কার্যাবলি (ধারা ২২ দ্রষ্টব্য) ৩। শিক্ষা, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন |

| ধারা | খসড়া আইন | প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| | | | (সংশোধন) ১৯৯৮(২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সনের ১০নং আইন দ্বারা সংশোধিত) অনুযায়ী] এবং পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ তাদের কার্যক্রমের জন্য সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়বদ্ধ বিধায় উক্ত মন্ত্রণালয়কেও সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। |
| ২(ল) | 'দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল' বলিতে সরকার কর্তৃক দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকা/অঞ্চলকে বুঝাইবে। | 'দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল' বলিতে **পার্বত্য অঞ্চল, চর, হাওর, উপকুল, বিল ইত্যাদি অঞ্চলসহ** সরকার কর্তৃক দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকা/অঞ্চলকে বুঝাইবে। | দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংজ্ঞায় পার্বত্য চট্টগ্রাম, চর, হাওর, উপকুল, বিল ইত্যাদি বহুকাল ধরে পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই সরকারি ঘোষণার সুবিধার্থে এসব অঞ্চলের নাম উল্লেখ করার জন্য সুপারিশ করা হল। |